দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ: 21 MAY 2016
পৃষ্ঠা: ... কলাম: ...

শিক্ষক লাঞ্ছনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ চলছেই

জনকণ্ঠ ডেস্ক ॥ নারায়ণগঞ্জে শিক্ষক লাঞ্ছনায় জড়িতদের দ্রুত শাস্তি দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করা হয়েছে। এ সময় বক্তারা দোষীদের গ্রেফতার এবং বিচার দাবি করেন। খবর স্টাফ রিপোর্টার ও নিজস্ব সংবাদদাতাদের।

খুলনা ॥ নারায়ণগঞ্জে শিক্ষককে প্রকাশ্যে কান ধরে উঠবস করানোর ঘটনার সঙ্গে জড়িত স্থানীয় সংসদ সদস্যসহ দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ খুলনা জেলা ও মহানগরী শাখা। শুক্রবার সকালে খুলনা মহানগরীর পিকচার প্যালেস মোড়ে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন এ দাবি জানানো হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পূজা উদযাপন পরিষদ খুলনা মহানগরী শাখার সভাপতি শ্যামল হালদার। বক্তব্য রাখেন বিজয় কুমার ঘোষ, সুজিৎ কুমার সাহা, বিমান বিহারী রায় অমিত, প্রশান্ত কুমার কুন্ডু, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কৃষ্ণপদ দাস, অধ্যাপক শ্যামল দাস, অধ্যাপক নিমাই রায়, প্রকৌশলী পরিমল দাস, রবীন্দ্রনাথ দত্ত, অশোক আঢ্য, রতন মিত্র প্রমুখ।

নীলফামারী ॥ ডোমার উপজেলায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বিক্ষোভ সামবেশ, কান ধরে উপজেলা পরিষদ ভবনের সামনে অবস্থান ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। শুক্রবার বেলা ১১টায় ডোমার চৌরঙ্গি মোড় হতে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা ভবনের সামনে কান ধরে অবস্থান নেয়। এরপর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাবিহা সুলতানার কাছে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। এ সময় জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদরে সভাপতি গোড়াচাদ অধিকারী, একই সংগঠনের ডোমার উপজেলা সভাপতি মনোরঞ্জন রায়, সম্পাদক নিখিল চন্দ্র সাহা, পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি রামনিওয়াশ আগোরওয়ালা, সম্পাদক উজ্জ্বল কানজিলাল, শেখর চন্দ্র সাহা, অরবিন্দ্র সাহা, জগবন্ধু রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নাটোর ॥ শ্যামল কান্তি ভক্তকে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এবং বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের দাবি দিবস পালনে নাটোরে মানববন্ধন করেছে বিভিন্ন সংগঠন। শুক্রবার সকালে নাটোর প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের আয়োজনে ঘণ্টাব্যাপী এ মানবন্ধন কর্মসূচী পালন করা হয়। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ জেলা শাখা, ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ জেলা শাখাসহ বিভিন্ন সংগঠন এবং সকল জাতি-ধর্ম ও পেশার মানুষ এই কর্মসূচীর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে এই কর্মসূচীতে অংশ নেন। এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি চিত্তরঞ্জন সাহা, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি এ্যাডভোকেট সুশান্ত ঘোষ, এ্যাডভোকেট খগেন রায়, দিঘাপতিয়া এমকে কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ জেলা শাখার সভাপতি গৌতম রায়, এ্যাডভোকেট উদয় ভট্টাচার্য প্রমুখ।

মাগুরা ॥ মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ। শুক্রবার দুপুরে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ মাগুরা জেলা শাখার উদ্যোগে শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে এ মানববন্ধন এ অনুষ্ঠিত হয়। পূজা উদযাপন পরিষদ মাগুরা জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। তারা অবিলম্বে দোষীদের শাস্তির দাবি জানান।

ফেনী ॥ প্রতিবাদ সভা বিক্ষোভ মিছিল ও কান ধরে মানববন্ধন করেছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ফেনী জেলা শাখা। শুক্রবার দুপুরে ফেনী শহীদ মিনারে কান ধরে মানবন্ধনের সময় বক্তারা এমপি সেলিম ওসমানের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে। সংগঠনের ফেনী শাখার সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দত্তের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শুকদেব নাথ তপনের সঞ্চালনায় জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বিক্ষোভ মিছিল, প্রতিবাদ সভা, কান ধরে মানববন্ধনে অংশ নেয় ও বক্তব্য রাখেন।

ঠাকুরগাঁও ॥ সমমর্যাদা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৭ দফা সুনিশ্চিত করার জন্য দাবি দিবস পালন উপলক্ষে ও নারায়ণগঞ্জে সাংসদ সেলিম ওসমান হাতে ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগে প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে ঠাকুরগাঁওয়ে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ জেলা শাখা। শুক্রবার সকালে শহরের চৌরাস্তা মোড়ে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করা হয়। এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি বলরাম গুহ ঠাকুরতা, সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রনাথ রায়, গোপাল চন্দ্র ঘোষ, দ্রৌপদী দেবী আগরওয়ালা, জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তপন কুমার রায় প্রমুখ।

সিলেট ॥ ৭ দফা বাস্তবায়ন ও শিক্ষক লাঞ্ছনার প্রতিবাদে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে। শুক্রবার দুপুরে নগরীর বন্দরবাজারের ব্রাহ্মমন্দিরে জমায়েত হয়ে মিছিল সহকারে তারা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হন। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বাধীনতার ঘোষণায় বর্ণিত সাম্য, সমতা, ও মানবিক মর্যাদা সুনিশ্চিতকরণার্থে স্মারকলিপিতে বর্ণিত ৭ দফা দাবি বিবেচনা করে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙালীর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করুন। তাদের ৭ দফা হলো– ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা, সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ, সমঅধিকার ও সমমর্যদা, স্বার্থবান্ধব আইন বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্য নিরসন, দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন– পরিষদের সিলেট জেলা কমিটির সভাপতি বিরাজ মাধব চক্রবর্তী মানস, মহানগর শাখার সভাপতি এ্যাডভোকেট মৃত্যুঞ্জয় ধর ভোলা, সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার দেব, পূজা উদযাপন পরিষদ মহানগর শাখার সভাপতি এ্যাডভোকেট বিমান চন্দ্র দাশ, সাধারণ সম্পাদক রজত কান্তি গুপ্ত।